তাকফিরের কাঠগড়ায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশ করেছেন এবং মানুষকে সত্যের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ -ﷺএর ওপর, তাঁর পবিত্র আহলে বাইত, তাঁর সত্যনিষ্ঠ অনুসারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পথে অবিচল সকল মানুষের ওপর।

ইসলামের ইতিহাসে মতভেদ নতুন কোনো বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ -ﷺএর ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও ফিকহি বিভিন্ন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নানা মত ও চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব মতভেদের কিছু অংশ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে, আবার কিছু মতভেদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ঈমান নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসলামী ইতিহাসে **তাকফির**—অর্থাৎ কাউকে কাফের ঘোষণা করার প্রবণতা—একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিপজ্জনক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এমন সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে গোটা একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে—

যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া দেয়, তারা নিজেরাই কি সেই ফতোয়ার মানদণ্ড থেকে মুক্ত?

যদি কোনো বিশ্বাস, বক্তব্য, ব্যক্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা ধর্মীয় অবস্থানকে কুফরের কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সেই একই নীতিমালা কি সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না?

এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় এখানেই।

এই গ্রন্থে আমার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা নয়। বরং যারা শিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকফিরের অস্ত্র ব্যবহার করেন, তাদের নির্ধারিত নীতি, দলিল ও মানদণ্ডকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো। কারণ ন্যায়বিচারের দাবি হলো—**একই মাপকাঠি নিজের জন্য একরকম এবং প্রতিপক্ষের জন্য আরেকরকম হতে পারে না।**

যদি কোনো বক্তব্যকে কুফর বলা হয়, তবে কেন তা কুফর?
যদি কোনো বিশ্বাসকে ইসলামবিরোধী বলা হয়, তবে তার দলিল কী?
যদি কোনো ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা করা হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের কুরআনিক ও ইসলামী ভিত্তি কতটুকু?

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—

যে নীতির মাধ্যমে অন্যকে কাফের ঘোষণা করা হচ্ছে, সেই একই নীতি যদি ফতোয়াদাতার নিজের বিশ্বাস, ইতিহাস ও ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থানের ওপর প্রয়োগ করা হয়–তাহলে ফলাফল কী দাঁড়ায়?

এই বইয়ে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

এখানে কুরআন, ইসলামী ইতিহাস, হাদিসগ্রন্থ, আকীদার কিতাব, প্রসিদ্ধ আলেমদের বক্তব্য এবং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হবে। কোনো বক্তব্যকে শুধু আবেগের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হবে না; বরং যথাসম্ভব তার উৎস, প্রেক্ষাপট এবং বক্তব্যের সামগ্রিক অর্থ বিবেচনা করা হবে।

এই বই কাউকে গালি দেওয়ার জন্য লেখা নয়।

এটি কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর জন্যও লেখা নয়।

বরং এটি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রচেষ্টা—

শিয়াদের কাফের বলার আগে, তাকফিরের সেই মানদণ্ডের মুখোমুখি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিজেদের বিশ্বাস ও ইতিহাসকে দাঁড় করানো হলে কী ফলাফল দাঁড়ায়?

অনেক পাঠকের কাছে এই বইয়ের আলোচনা কঠিন, বিতর্কিত কিংবা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কিছু ধারণা প্রশ্নের মুখোমুখি হলে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্য অনুসন্ধানের পথ কখনোই প্রশ্নহীনতার পথ নয়।

কুরআন মানুষকে চিন্তা করতে বলেছে, দলিল দেখতে বলেছে এবং অন্ধ অনুসরণ থেকে সতর্ক করেছে। অতএব, কোনো মতবাদ, ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক বর্ণনা শুধুমাত্র প্রচলিত হওয়ার কারণে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না।

এই বইয়ের পাঠকের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—আপনি যে মতের অনুসারীই হোন না কেন, বইটি পড়ুন **পক্ষপাতের চোখে নয়, দলিলের চোখে**। কোনো বক্তব্য গ্রহণ করার আগে তার উৎস যাচাই করুন। আমার বক্তব্য ভুল হলে দলিলের মাধ্যমে তা সংশোধন করুন। আর যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন হয়, তাহলে শুধু আবেগ দিয়ে সেই প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান না করে সত্যের অনুসন্ধান অব্যাহত রাখুন।

সত্য কোনো ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

সত্যের অনুসারী হওয়ার দাবি করতে হলে নিজের ভুল স্বীকার করার সাহসও থাকতে হয়।

এই গ্রন্থ সেই সাহসী অনুসন্ধানেরই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যকে সত্য হিসেবে চেনার, সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চেনার ও তা থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করুন।

وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

“আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী
বইঃ
“তাকফিরের কাঠগড়ায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত”

❑ আহালে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী উমর ইবনে খাত্তাব কাফের, মুরতাদ এবং খারেজি

রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল এর পূর্বে বলেন আমাকে খাতা-কলম দাও আমি অসিয়ত লিখে দেই যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও উমর রাসুল (সাঃ) কে বলেন আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আল কোরআন আছে কোরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট

■আওয়ান আল বারী বি বায়ান খন্ড-২ পৃঃ ৮২৮।

লেখকঃ রাবী ইবনে হাদী আল মাতখালি

فإذا جاء إنسان يقول لك: حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، لا تأتي إلا بكتاب الله، كتاب الله بين أيدينا ما أحله ،أحللناه، وما حرمه حرمناه؛ فاعلم أنه مبتدع أو

زنديق.

শায়েখ রাবী ইবনে হাদী আল মাদখালী তার রচিত কিতাবে বলেন

যদি কোন ব্যাক্তি তোমাদের বলে যে আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট কোরআন ছাড়া অন্য কিছু অনুশরন করতে হবে না আল্লাহর কিতাবে যা অনুমোদন আছে সেটাই আমরা অনুমতি দেই কোরআনে যা নিষেধ আছে আমরাও তা নিষেধ করি! তাহলে তোমরা নিশ্চিত হবে যে সে একজন বেদাতী এবং কাফের

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/9qGVKIMTxO3l6XbKp

❑ সৌদি আরবের দরবারি গ্রেন্ড মুফতি আব্দুল আজিজ বিন বায তিনি তার ফতুয়ার কিতাবে বলেন

▪মাজমা আল ফাতাওয়া খন্ডঃ ৯ পৃঃ ১৭৬।

লেখক: আব্দুল আজিজ বিন বায

، من جحدها أو أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً ، وكفر كفراً أكبر، وارتد عن الإسلام بهذا المقال

যদি কোন ব্যাক্তি রাসুল সাঃ সুন্নাহ অনুশরন এবং হাদিস অস্বীকার করে এবং বলে আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আছে আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট এবং অনুশরনীয়! সে ব্যাক্তি কাফের এবং মুরতাদ হয়ে গেছে কারন সে আল্লাহ এবং রাসুল সাঃ কে অস্বীকার করেছে

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفيةhttps://share.google/tMitHRuWg7t6kq7GZ

❑হাফিজ-আল হাদিস ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি আল দামেস্কী তিনি তার কিতাবে বলেন

▪তাদকিরাত আল হুফফাজ খন্ড-১ পৃঃ ৯

লেখকঃ ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী

فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة، فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج .

সুতরাং, এই **মুরসাল বর্ণনাটি** তোমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, সিদ্দীক (আবু বকর রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল **সংবাদ বা বর্ণনার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ও সতর্কতা অবলম্বন করা**; বর্ণনা গ্রহণের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া নয়।

তুমি কি লক্ষ্য করো না, যখন **দাদির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত একটি বিষয়** তাঁর সামনে উপস্থিত হলো এবং তিনি এর বিধান আল্লাহর কিতাবে খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি এ বিষয়ে **রাসুলের সুন্নাহতে কী আছে তা জানতে অনুসন্ধান করলেন**। অতঃপর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁকে এ বিষয়ে সংবাদ দিলেও তিনি শুধু তার বক্তব্যেই সন্তুষ্ট হননি; বরং বিষয়টি আরও নিশ্চিত করার জন্য **আরেকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ও সমর্থন চাইলেন।**

তিনি তো বলেননি— **"আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট"**, যেমনটি খারিজিরা বলে থাকে।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/rsSOu1F9ZPu6YHyJi

❑ রসুল (সাঃ) এর অন্তিম মূহুর্তে রসুলের কথার অবাধ্য হয়ে উমর বলেন আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট

▪সহীহ বুখারী হাদীসঃ ৫৬৬৯/৭৩৬৬/৪৪৩২/৪৪৩১/৩০৫৩।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَه" فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَ عِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَه" وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّصلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُومُوا

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

বর্ণনাকারী: আব্বাস (রাঃ)

যখন রসূলুল্লাহ (-(ﷺএর ইন্তিকালের সময় আগত হল, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের জমায়েত ছিল। যাঁদের মধ্যে উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-ও ছিলেন।

তখন নবী () (ﷺরোগ কাতর অবস্থায়) বললেনঃ লও, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেব, যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

তখন উমর (রাঃ) বললেনঃ নবী (-(ﷺএর উপর রোগ যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে, আর তোমাদের কাছে কুরআন মওজুদ। আর আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় আহলে বাইতের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। তাঁরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তন্মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেনঃ নবী (-(ﷺএর কাছে কাগজ পৌঁছে দাও এবং তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হও। আবার তাদের মধ্যে উমর (রাঃ) যা বললেন, তা বলে যেতে লাগলেন।

এভাবে নবী (-(ﷺএর কাছে তাঁদের বাকবিতণ্ডা ও মতভেদ বেড়ে চলল। তখন রসূলুল্লাহ ((ﷺবললেনঃ তোমরা উঠে যাও।

উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলতেন, বড় মুসীবত হল লোকজনের সেই মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক, যা নবী ((ﷺও তাঁর সেই লিখে দেয়ার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সুরা আল হুজরাত আয়াত ২

হে'মুমিনগণ! তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর তোমাদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।

■সুরা আলে ইমরান আয়াত ৩২

বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

■ সুরা আন-নজম আয়াত ২/৩/৪

তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।আমার ওহী, ব্যতিত যা প্রত্যাদেশ হয়

■সুরা আহযার আয়াত ৩৬

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের কোনো রকম (ভিন্ন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল,সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট)

◆ বিশ্লেষণঃ

উপরোক্ত ৬'টি আয়াতে কারিমা যথেষ্ট উমর ইবনে খাত্তাব কাঃফের হওয়ার জন্য ? উপরোক্ত ৬'টি আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার বলে দিয়েছেন (সুরা আন-নজম) বলেছেন রাসুলুল্লাহ সাঃ আল্লাহর অহী ছাড়া কথা ব'লে না রাসুল সাঃ কাগজ-কলম চাইলেন অসিয়ত লিখতে উমর লাঃ এতে বাধা দিলো উমর শুধু রাসুল(সাঃ) কথা অমান্য করেনি আল্লাহর অহী অমান্য করেছে যে অহী অমান্য করে সে কাঃফের ছাড়া অন্য কিছু না । (সুরা আহযাবে) বলেন আল্লাহ এবং রাসুল (সাঃ) যে ফয়সালা দেয় তা গ্রহণ করতে হবে যদি সে তা গ্রহণ না করে ,সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্টভাবে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) । (সুরা আলে ইমরানে) বলেন আল্লাহ এবং রাসুল (সাঃ) অনুগত্য করা যারা অনুগত্য না করে আল্লাহ কাঃফের'দের ভালোবাসে না । (সুরা হুজরাতে) আল্লাহ আরো ভয়ংকর হুমকি

দিয়েছেন তিনি বলেন নবী (সাঃ) সামনে উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না যদি তোমরা উচ্চকণ্ঠে কথা বলো তোমাদের ইমান আমল বিনষ্ট করে দিবো? উমর এবং তার দলবল শুধু উচ্চকণ্ঠে কথা বলেনি যখন রাসুল (সাঃ) কাগজ-কলম চাইলেন উমর এবং ঘরে থাকা অনান্য সাহাবীদের সাথে নবী (সাঃ) সামনে চিল্লাচিল্লি জগড়া করেছেন।

❑ **রাবী ইবনে হাদী আল মাতথালি**: যারা বলে আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট তারা বিদ,আতি

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব দ্বীনের মধ্যে অনেক ভয়ংকর বিদআদ তৈরি করেছেন যেম আযানে,তারাবীতে এমনকি তালাকের বিধানের মধ্যেও

❑ বিদ'আত ও বিদ'আতের পরিণতি

▪উপদেশ, হাদিসঃ ১৬৫/সুনান আন নাসায়ী,হাদীসঃ১৫৭৮।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَفِيْ نَسَائِي (وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ).

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামদ ও ছালাতের পর বলেন, 'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হ'ল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হ'ল ভ্রষ্টতা' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)। আর নাসাঈতে রয়েছে, 'প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম' (নাসাঈ হা/১৫৭৮)।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিসঃ ১৮৮।

وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

হাসসান (ইবনু ‘আতিয়্যাহ্) (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিন বলেন, কোন জাতি যখনই দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ‘আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না

ফুটনোটঃ

[১] সহীহ : দারিমী ৯৮।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই বিদাত সৃষ্টি করেছে রসুল সাঃ এর ইন্তেকালের পর।

আমি আব্দুল সিদ্দিক বলছি বিষয়টি তা নয় আমরা তার প্রমান পাবো বুখারীর হাদিস থেকেই আসুন তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি দেখে নেই ।

▪সহীহ বুখারী, হাদীসঃ৫৩০।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ.

বর্ণনাকারী: যুহরী (রহঃ)

আমি দামেস্কে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (-(ﷺএর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বকর (রহঃ) বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনু বকর

বুরসানি (রহঃ) এবং উসমান ইবনু আবু রাওয়াদ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সহীহ বুখারী,হাদিসঃ৪১৭০।

أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوْبَى لَكَ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِيْ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ.

বর্ণনাকারী: মুসাইয়্যাব (রহঃ)

একবার আমি বারাআ ইবন আজিব (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনার খোশ খবর, আপনি রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর সঙ্গ পেয়েছেন এবং বৃক্ষ তলে তাঁর নিকট বাইয়াত করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর ইন্তিকালের পর আমরা কী কী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছি (যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা ইত্যাদি)।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িতরা: রাসুল (সাঃ) এর সতর্কবার্তা ও বিদআতের পরিণাম

রাসুল (সাঃ) এর শাহাদাতের পর সাহাবীরা নতুন বিদআত সৃষ্টি করার জন্য হাউজে কাউসার হতে বিতাড়িত হবে এমর্মে আহলে সুন্নাহর সিয়াসিত্তাহ থেকে অনেক হাদিস পাওয়া।

■সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৪৬২৫

أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ : {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُه” ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ جفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ} فَيُقَالُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নগ্ন পদ, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্র“তি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরাহ আম্বিয়া ২১/১০৪)

তারপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম (‘আ.)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মতের কতগুলো লোককে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে দেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার কতক সহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী নবোদ্ভাবিত কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ “ আমি যতদিন তাদের ছিলাম ততদিন

তাদের খোঁজখবর নিয়েছি, অতঃপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক”।

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী হয়েছে। [৩৩৪৯] (আ.প্র. ৪২৬৪, ই.ফা. ৪২৬৭)

হাদিসের মান: সহিহ হাদীস।

❑ উমরের বিদ'আত: তিন তালাক

❑ রসুল (সাঃ) ও আবু বকরের যুগে তালাকের বিধান

▪**সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৩৫৬৫।**

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏

ইবনু “আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে ও ‘উমার (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম দু' বছর পর্যন্ত তিন ত্বলাক্ব এক ত্বলাক্ব সাব্যস্ত হত। পরে ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই...(তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন। [৫৮] (ই.ফা. ৩৫৩৭, ই.সে. ৩৫৩৬)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ৩৫৬৬।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

ত্বাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আবূ আস্ সাহ্বা (রহঃ) ইবনু “আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আপনার সে সব (বিরল ও অভিনব প্রকৃতির হাদীস) হতে কিছু উপস্থাপন করুন না! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে তিন ত্বলাক্ব কি এক (ত্বলাক্ব) ছিল না? তিনি বললেন, ‘তা ছিল তো’; পরে যখন ‘উমার (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা বেধড়ক ও উপর্যুপরি ত্বলাক্ব দিতে লাগল তখন ‘উমার (রাঃ) সেটিকে (অর্থাৎ তিন ত্বলাক্বের যথার্থ বিধি)- তাদের জন্য কার্যকর করলেন। (ই.ফা. ৩৫৩৮, ই.সে. ৩৫৩৭)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

■সুনানে আবু দাউদ, হাদিসঃ ২২০০।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

আবুস সাহ্বা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

এক দা আবুস সাহ্বা (রাঃ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি জানেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রাঃ) এর যুগে এক ত্রে তিন তালাক কে এক তালাক গণ্য করা হতো এবং

‘উমার (রাঃ) এর যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ একসাথে তিন তালাক কার্যকর করা মানে কুরআন সুন্নাহ দুটোরই বিরুদ্ধে যাওয়া

■মিরকাতুল মাফাতীহ শারহ মিশকাতুল মাসাবীহ,খন্ড:৬, পৃঃ৩৯৮-৩৯৯, হাদীসঃ৩২৯২ ও ৩২৯৩।

লেখকঃ মুল্লা আলী ক্বারী (হানাফি মাযহাব) [৯৬০-১০১৪ হি:]

وعن محمود بن لبيد ، قال : أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال : أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهر كم ! ؟

মাহমুদ ইবন লাবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ -ﷺকে এক ব্যক্তির ব্যাপারে খবর দেয়া হলো যে, সে তার স্ত্রীর প্রতি একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করেছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে, অথচ আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত!?”

وعن محمود بن لبيد قال المؤلف : هو الأنصاري الأشهلي، ولد على عهد رسول الله ﷺ وحدث عنه أحاديث. قال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم : لا يعرف له صحبة. وذكره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية منهم. قال ابن عبد البر: الصواب قول البخاري فأثبت له صحبة وكان محمود أحد العلماء، روي عن ابن عباس وعتبان بن مالك مات سنة ست وتسعين. (قال : أخبر) بصيغة المجهول (رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال : أيلعب بضم الياء، وفي نسخة بفتحها. بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم أي ايستهزأ به، يريد قوله تعالى : الطلاق مرتان إلى قوله : ولا تتخذوا آيات الله هزواً) [البقرة - ٢٣١] . أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق

মাহমুদ ইবন লাবীদ সম্পর্কে লেখক বলেন: তিনি আনসারী আশহালী, রাসূলুল্লাহ -ﷺএর যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীস

বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন: তাঁর সাহাবিয়াত রয়েছে। আর আবু হাতিম বলেন: তাঁর সাহাবিয়াত পরিচিত নয়। ইমাম মুসলিম তাঁকে তাবেয়ীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। ইবন আবদুল বার বলেন: বুখারীর বক্তব্যই সঠিক; সুতরাং তাঁর সাহাবিয়াত প্রমাণিত। মাহমুদ ছিলেন একজন আলেম। তিনি ইবন আব্বাস ও ইতবান ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ৯৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

(বর্ণনা করেছেন: তাঁকে খবর দেয়া হলো) - অজ্ঞাতরূপে - রাসূলুল্লাহ -ﷺকে এ কথা জানানো হলো যে, একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

“আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা করা হচ্ছে, অথচ আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত!?”

– এখানে أيلعب শব্দে ইয়াকে কখনো পেশ, আবার কিছু রিওয়ায়াতে ফাতহা এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, “কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা হচ্ছে?” তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহর বাণীর প্রতি:

﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ... وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا﴾ [বাকারা: ২৩০-২৩১]

অর্থাৎ, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকের সঠিক পদ্ধতি হলো একবারে একটি তালাক, এরপর পৃথক পৃথক সময়ে দ্বিতীয় তালাক দেওয়া।

■হাদীসঃ৩২৯৩।

وعن مالك، بلغه أن رجلاً قال : لعبد الله بن عباس : إني طلقتُ

دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية كقوله تعالى

মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত—তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে বলল:

“আমি তালাক দিয়েছি…”

(এখানে বর্ণনাকারী স্পষ্ট করছেন যে, তিনি তিন তালাক একসাথে না দিয়ে, অর্থাৎ জমা করা বা একবারে ছুঁড়ে দেওয়া পদ্ধতিতে নয়, বরং পৃথকভাবে দিয়েছেন। আর আয়াতে ‘ المرتان’শব্দ দ্বারা তিনি দ্বিত্ব বোঝাননি, যেমন আল্লাহর বাণীতে এসেছে…)

– এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআনের আয়াতের দিকে:

] ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾বাকারা: ২২৯]

অর্থাৎ তালাকের সঠিক শরীয়তী পদ্ধতি হলো আলাদা আলাদা সময়ের মধ্যে এক তালাক করে দেওয়া, একবারে তিন তালাক না দেওয়া।

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/MirghatAlmafatih

■সুনান আন নাসায়ী,পৃঃ৮১৮, হাদিসঃ৩৩৯৮।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً فَقَامَ غَضْبَاناً ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ .

সুলাইমান ইবন দাউদ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইবন ওহব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মাখরামা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মাহমূদ ইবন লাবীদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

রসূলুল্লাহ -ﷺকে খবর দেওয়া হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছে। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

“আমার উপস্থিতিতে কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে?”

এমনকি এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল:

“হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলবো না?”

PDF লিংকঃ

https://share.google/J2wboxh4tmngwd2n4

■বুলুগুল মারম, খন্ড:৩, পৃঃ৪৭১-৪৭২, হাদিসঃ১০০৯।

লেখকঃ ইবনে হাজার আসকালানি

وعن محمود بن لبيد رضي الله عَنْهُ قَالَ : أَخبر النبي صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!» ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يا رسول الله ألا أَقْتُلَهُ؟ رَوَاهُ النِّسَائِي ، وَرَوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ .

মাহমূদ ইবন লাবীদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলোহি ওয়া সাল্লামকে খবর দেওয়া হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক একসাথে দিয়েছে। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

“তোমরা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলছো, আর আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছি?!”

এমনকি একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলব না?”

এ হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, এবং এর রাবিগণ বিশ্বস্ত।

ايلعب بكتاب الله وأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! ، حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ رواه النسائي ، ورواته موثقون) .

الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة ؛

তিনি (মাহমূদ ইবনে লাবীদ রা.) বলেন: একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছে–এ খবর নবী -ﷺকে জানানো হলো। তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন:

"তোমরা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করছ, অথচ আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছি?!"

এমনকি একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করে ফেলব না?"

(এ হাদীস নাসায়ী বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ বিশ্বস্ত)।

হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বিদআত।

PDF লিংক:

Source: المكتبة الوقفية https://share.google/U675wyBZPzNAwrvCp

❑ বিদাআতের অনুসারীরা জাহান্নামের কুকুর

■কানজুল উম্মাল খন্ড-১ পৃঃ২২৩ হাদীসঃ১১২৫

- أهل البدع . كلاب أهل النـار . (قط في الافراد

"বিদআতের অনুসারীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের কুকুর।"

সূত্র: (আল-কাত্তানী, আল-ইফরাদ)[১]

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/kanzul-ummal

■আস-সুন্নাহ, ইমাম আল-মারওয়াযি, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিসঃ ৮৩।

লেখকঃ ইমাম আল-মারওয়াযি,

حدثنا إسحاق (انبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعاً يقول : قال ابن عمر : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا (٣) .

ইসহাক (রহ.) আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: ওকী' আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

তিনি হিশাম ইবনুল গাজ থেকে,

তিনি বলেন: তিনি নাফি'কে বলতে শুনেছেন:

"ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন:

‘প্রত্যেক বিদআত (নতুন উদ্ভাবন) ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো এবং সঠিক মনে করে।’"

PDF লিংকঃ

https://images.app.goo.gl/R4TuWsGo3FDEsfdo8

❑ বিদ-আতীদে সাথে কোন নমনীয়তা নয়,,

▪আল-জামিঊ লি আহকামিল কুরআন,খন্ডঃ ৮ পৃঃ ৪১৯।

লেখকঃ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবি বকর আল-কুরতুবী

وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، وَمَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا، وَمَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ لَمْ يُعْطَ الْحِكْمَةَ، وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.

ফুযাইল ইবনু ‘ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) (১০৭-১৮৭ হি.) বলেন,

'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলা তার আমলকে ধ্বংস করে দেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামের জ্যোতিকে বের করে দেন। আর যে কোন বিদ'আতীর কন্যাকে বিবাহ করে তার প্রতি রহম বা আল্লাহর দয়া কেটে যায়। যে বিদ'আতীর সাথে উপবেশন করে তাকে হেকমত বা প্রজ্ঞা দান করা হয় না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে জানেন যে, সে বিদ'আতীর সাথে বিদ্বেষপরায়ণ, আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন'।

(আল-জামিঊ লি আহকামিল কুরআন, ৮/৪১৯)

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/wgJ5j9C7dNTkzhnbs

❑ তারাবী উমর ইবনে খাত্তাবের উত্তম বিদাত ⬇

■সহীহ বুখারী হাদিসঃ ২০১০

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদ আল-ক্বারী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)- এর সাথে মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি

সালাত আদায় করছে এবং ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। ‘উমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি ‘উবাই ইব্‌নু ‘কাব (রাঃ)- এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর [‘উমর (রাঃ)] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। ‘উমর (রাঃ) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

❑ **“উমর ইবনুল খাত্তাবের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান (ইলমে গায়েব)”**

■**সুরাঃ আল আনআম, আয়াতঃ৫৯।**

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

❑ **"সুন্নিদের দাবি হলো–যে ব্যক্তি দাবি করে যে তার অদৃশ্য বিষয়ের (ইলমে গায়েবের) জ্ঞান রয়েছে, সে কাফির।"**

▪ **মাজমূ ফাতাওয়া, খন্ডঃ১,পৃঃ৬৭,প্রশ্নঃ২২।**

লেখকঃ শায়েখ ইবনে উসাইমিন

٢٢ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من يدعي علم الغيب؟

فأجاب بقوله : الحكم فيمن يدعي علم الغيب أنه كافر؛ لأنه مكذب الله - عز وجل - قال الله - تعالى - : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيَّان يبعثون (١) . وإذا كان الله - عز وجل - يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله - عز وجل - في هذا الخبر. ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يعلم الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! فإن قالوا نحن أشرف من الرسول.

كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه ؟ ! وقد قال الله - عز وجل - عن نفسه : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا (٢) . وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب، وقد أمر الله - تعالى - نبيه ، صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي (٣) .

২২। সম্মানিত শায়খকে জিজ্ঞেস করা হলো: যে ব্যক্তি গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করে, তার বিধান কী?

তিনি উত্তরে বললেন:

"যে ব্যক্তি গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করে, তার বিধান হলো–সে কাফির। কারণ, সে আল্লাহ–পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত–কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

‘বলুন, আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে, তারা আল্লাহ ছাড়া গায়েবের জ্ঞান রাখে না; আর তারা জানে না, কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।’ (১)

যখন আল্লাহ–পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত–তাঁর নবী মুহাম্মদ -ﷺকে নির্দেশ দিচ্ছেন জনসম্মুখে ঘোষণা করতে যে, আসমানসমূহ ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না, তখন যে ব্যক্তি গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করে, সে এই বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আমরা এমন দাবিকারীদের বলব: আপনারা কীভাবে গায়েবের জ্ঞান জানতে পারেন, যখন নবী ﷺগায়েব জানেন না? আপনারা কি রাসুল -ﷺএর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন?

যদি তারা বলে, ‘আমরা রাসুল -ﷺএর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন’, তাহলে এই বক্তব্যের কারণে তারা কাফির হবে। আর যদি তারা বলে, ‘তিনি (রাসুল ﷺ(অধিক মর্যাদাসম্পন্ন’, তাহলে আমরা বলব: তাঁর কাছ থেকে গায়েবের জ্ঞান গোপন রাখা হবে, অথচ আপনারা তা জানতে পারবেন–এটা কীভাবে সম্ভব?!

আল্লাহ–পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত–নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

‘তিনি গায়েবের জ্ঞানী। তিনি তাঁর গায়েবের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না; তবে যে রাসুলকে তিনি মনোনীত করেছেন, তার ক্ষেত্রে (ব্যতিক্রম)। তখন তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন।’ (২)

এটি এমন ব্যক্তির কুফরির প্রমাণ হিসেবে উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াত, যে গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করে।

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী -ﷺকে নির্দেশ দিয়েছেন জনসম্মুখে ঘোষণা করতে:

‘বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে; আর আমি গায়েব জানি না; এবং আমি তোমাদের বলি না যে, আমি

একজন ফেরেশতা। আমি তো শুধু সেই ওহির অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাজিল করা হয়।’ (৩)

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/2xYcY0XQrhJrW7PnI

❑ “চলুন, উমর ইবনুল খাত্তাবের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের তাকফিরের বক্তব্য আবার দেখি।”

▪আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ৯,পৃ:১৬১।

লেখকঃ ইবনে কাসির

وقال يعقوب بن سفيان) : ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن قيس بن (0)

مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : كنا نُحَدِّثُ أن عمر بن الخطابِ يَنْطِقُ على لسان ملك . وقد ذكرنا في (سيرة عمر بن الخطاب) ، رضى الله عنه ، أشياء كثيرة ، من مكاشفاته وما كان يُخْبِرُ به . به عن المغيبات

“ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান বলেন: আমাদের কাছে মুসলিম ইবনু ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের কাছে শু‘বা বর্ণনা করেছেন, তিনি কায়স ইবনু মুসলিম থেকে, তিনি তারিক ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেন। তারিক ইবনু শিহাব বলেন:

‘আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, উমর ইবনুল খাত্তাবের জবান দিয়ে একজন ফেরেশতা কথা বলতেন।’

আর আমরা ‘সীরাতু উমর ইবনিল খাত্তাব’–এ তাঁর বহু মুকাশাফা (অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হওয়া/উন্মোচিত হওয়া) এবং তিনি যেসব অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতেন, সেগুলোর অনেক কিছু উল্লেখ করেছি।”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/AtfPt8Si8oO5D4ROI

▪আখবার আল মাদিনা আল নাবায়্যি,খন্ডঃ৩,পৃঃ১০৭।

লেখকঃ আল বুশিরি

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال :

حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه قال : رأيت كأن ديكاً نقرني نقرة أو نقرتين، وإن رجلا من العجم سيقتلني) .

(٢) إسناده صحيح

"মূসা ইবনু ইসমাঈল আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হিশাম ইবনু উরওয়াহ তাঁর পিতা (উরওয়াহ ইবনু যুবাইর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) বলেছেন:

'আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একটি মোরগ আমাকে একবার অথবা দু'বার ঠোকর দিল। আর (আমি মনে করলাম) অনারবদের মধ্য থেকে কোনো একজন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করবে।'"

(২) " — إسناده صحيحএর সনদ সহিহ (বিশুদ্ধ)।"

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفيةhttps://share.google/OyGU3fUZJgYocEdPQ

❑ "আবু বকরের অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়েব)"

▪সুরাঃ রা'দ, আয়াতঃ৮। [১৩:৮]

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ

প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

❑ "চলুন, আবু বকরের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের তাকফির আবার দেখি।"

▪ইরওয়াউল গালীল ফি তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল,খন্ডঃ৬,পৃঃ৬১-৬২,হাদীসঃ১৬১৯।

লেখকঃ শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী

إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة ، قال : والله يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ، ولا أعز على فقراً بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً ، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

"নিশ্চয়ই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় 'গাবাহ' নামক স্থানে তাঁর নিজ সম্পদ থেকে তাঁকে (আয়িশা রা.-কে) বিশটি ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর দান/উপহার হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

যখন তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, তখন তিনি বললেন:

'হে আমার প্রিয় কন্যা! আমার মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে তোমার চেয়ে অধিক স্বচ্ছলতা আমার কাছে আর কারও থাকুক–এটা আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়। আবার আমার মৃত্যুর পর তোমার মতো অভাবগ্রস্ত কেউ থাকুক–এটাও আমার কাছে বেশি কষ্টদায়ক নয়। আমি তোমাকে বিশ ওয়াসাক পরিমাণ

সম্পদ দান করে দিয়েছিলাম। তুমি যদি তা সংগ্রহ করে নিজের দখলে নিয়ে নিতে, তাহলে সেটি তোমারই হয়ে যেত। কিন্তু এখন তা উত্তরাধিকারীদের সম্পদে পরিণত হয়েছে। আর উত্তরাধিকারী তো তোমার দুই ভাই ও দুই বোন। অতএব, আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী তোমরা তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও।'

আয়িশা (রা.) বলেন:

'আমি বললাম, হে আমার পিতা! আল্লাহর কসম, যদি এত এত পরিমাণ সম্পদও হতো, তবুও আমি তা রেখে দিতাম (অর্থাৎ গ্রহণ করতাম না)। এখানে তো শুধু আসমা (আমার বোন) রয়েছেন; তাহলে অপর বোনটি কে?'

আবু বকর (রা.) বললেন:

'খারিজার কন্যার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, আমি মনে করছি সেটি একটি মেয়ে।'"

বর্ণনাকারী বলেন:

"আমি বলছি, এই সনদটি সহিহ এবং বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/lTg3LjpNfmWTrePXM

▪ আল জামি আল আহকাম আল কুরআন আল কুরতুবী,খন্ডঃ৮,পৃঃ৪০২।

লেখকঃ ইমাম আল কুরতুবী

الثانية : قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه، إلا من اصطفى من عباده فمن قال : إنه يَنزِلُ الغَيْثُ غداً وجزم، فهو كافر، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا . وكذلك من قال : إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر (٨).

দ্বিতীয় বিষয়: আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর কিতাবের বহু আয়াতে অদৃশ্য জ্ঞানের ((علم الغيب বিষয়টি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের তিনি মনোনীত করেছেন, তারা এর ব্যতিক্রম।

অতএব, কেউ যদি বলে—"আগামীকাল বৃষ্টি নামবে" এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত দাবি করে, তাহলে সে কাফির। সে কোনো লক্ষণ বা পূর্বাভাসের ভিত্তিতে এমন দাবি করুক অথবা না করুক—উভয় ক্ষেত্রেই।

অনুরূপভাবে, কেউ যদি বলে—"সে জানে গর্ভে কী আছে", তাহলে সেও কাফির।

(৮)

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/hhOWox3nptkVBnJ5K

❑ "হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান (ইলমে গায়েব)"

❑ "চলুন, নবী ﷺও হুযাইফার বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের তাকফিরের বক্তব্য দেখি।"

▪সহীহ মুসলিম, হাদীসঃ৭১৫৭।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ، بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ قَدْ سَأَلْتُهُ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ

বর্ণনাকারী: হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)

কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ((ﷺআমাকে সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনা সম্পর্কীয় কতক বিষয় সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তবে মদিনাবাসীকে কোন কারণে মদিনা হতে বের করা হবে সে সম্পর্কে আমি তাঁকে প্রশ্ন করিনি।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54255

https://sunnah.com/muslim:2891d

■সুরাঃ নামল, আয়াতঃ৬৫। [২৭:৬৫]

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ‌ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন উত্থিত হইবে।'

■উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ আল বুখারী,খন্ডঃ২৪,পৃ:১৩৫।

লেখকঃ ইমাম আল-আল্লামা বদর আল-দীন আবি মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমেদ আল-আইনি (মৃ:৮৫৫হিঃ)

قد كان فيمن مضى من الامم محدثون وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بفتح الهاء وقد اخبر كثير من الأولياء عن امور مغيمة فكانت كما أخبروا وأجيب بان الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الالهام فانه مختص بالبعض ومع

"অতীতের উম্মতদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন, যাদের 'মুহাদ্দাস' বলা হতো। 'মুহাদ্দাস' শব্দটিকে 'দাল'-এ ফাতহা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—অর্থাৎ 'মুলহাম' (যাকে ইলহাম করা হয়েছে)। অনেক আওলিয়া ((الأولياءএমন কিছু

অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, অতঃপর তারা যেভাবে সংবাদ দিয়েছিলেন, তা সেভাবেই ঘটেছে। এর জবাবে বলা হয়েছে–স্বপ্নের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, তার কারণ হলো, স্বপ্ন প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হতে পারে; পক্ষান্তরে ইলহাম কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আর...”

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/exZPqgawFjltDZD5X

❑ ইবনে তাইমিয়্যার অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (ইলমে গায়েব)

▪সুরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ২০। [১০:২০]

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

উহারা বলে, ‘তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন ?’ বল, ‘অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছি।’

❑“সুন্নিরা দাবি করে যে, যে ব্যক্তি অদৃশ্য জগতের জ্ঞান ((علم الغيب থাকার দাবি করে, সে কাফির।”

❑“চলুন, তাদের নিজেদের ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার বিরুদ্ধেই তাদের নিজেদের তাকফির (কাফির আখ্যা দেওয়া) দেখে নেওয়া যাক।”

▪আল–ই'লামুল ইলমিয়্যাহ ফি মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনি তাইমিয়্যাহ,পৃঃ৫৭–৫৮।

লেখকঃ আল হাফিজ উমর বিন আলি আল বাজার (মৃ;৭৪৯ হিঃ)

وحدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه أخبر عن بعض القضاة أنه قد مضى متوجهاً الى مصر المحروسة ليقلد القضاء . وأنه سمعه يقول : حال ما أصل الى البلد قاضياً أحكم بقتل فلان ، رجل معين من فضلاء أهل العلم والدين ، قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه . ولكن حصل في قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صوب له الحكم بقتله . فعظم ذلك على من سمعه خوفاً من وقوع ما عزم عليه من القتل بمثل هذا الرجل الصالح وحذراً على القاضي أن يوقعه الهوى والشيطان في ذلك ، فيلقى الله متلبساً بدم حرام ، وفتك بمسلم معصوم الدم بيقين ، وكرهوا وقوع مثل ذلك لما فيه من عظيم المفاسد . فأبا المفاسد . فأبلغ الشيخ رضي الله عنه هذا الخبر بصفته . فقال : إن الله لا يمكنه مما قصد ، ولا يصل الى مصر حياً . فبقي بين القاضي وبين مصر قدر يسير ، وأدركه الموت . فمات قبل وصولها كما أجرى

الله تعالى على لسان الشيخ رضي الله عنه (1)

“একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, সেই শায়খ (রহ.)–এর কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল—একজন বিচারক বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিসর অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তিনি [বিচারক] বলতে শুনেছেন:

‘আমি যখন বিচারক হিসেবে ওই শহরে পৌঁছাব, তখন অমুক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায় দেব।’ তিনি এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছিলেন, যিনি জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ আলেমদের অন্যতম ছিলেন এবং যার জ্ঞান, দুনিয়াবিমুখতা ও পরহেজগারিতার ব্যাপারে মানুষ একমত ছিল।

কিন্তু ওই আলেমের প্রতি বিচারকের অন্তরে এমন বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার প্রবৃত্তি ও পক্ষপাত তাকে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার রায় দেওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

যারা এ কথা শুনেছিল, তাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর মনে হলো। তারা আশঙ্কা করছিল যে, এমন একজন নেককার ব্যক্তির ওপর বিচারক তার পরিকল্পিত হত্যার রায় কার্যকর করে ফেলতে পারেন। একই সঙ্গে তারা বিচারকের ব্যাপারেও আশঙ্কা করছিল—যেন তার প্রবৃত্তি ও শয়তান তাকে এমন অপরাধে লিপ্ত না করে, যার ফলে সে হারাম রক্তপাতের অপরাধ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয় এবং এমন একজন মুসলিমের প্রাণ হরণ করে, যার রক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত।

তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাকে অপছন্দ করেছিল; কারণ এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর অনিষ্ট ও বিপর্যয় নিহিত ছিল।

অতঃপর ওই সংবাদটি শায়খ (রহ.)-এর কাছে তার বিস্তারিত বিবরণসহ পৌঁছে দেওয়া হলো। তিনি বললেন:

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সুযোগ দেবেন না এবং সে জীবিত অবস্থায় মিসরে পৌঁছাতেও পারবে না।'

এরপর বিচারক যখন মিসর থেকে মাত্র অল্প কিছু পথ দূরে ছিলেন, তখনই তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো। ফলে মিসরে পৌঁছার আগেই সে মৃত্যুবরণ করল—যেভাবে আল্লাহ তাআলা শায়খ (রহ.)-এর জবান দিয়ে কথাটি প্রকাশ করেছিলেন।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive https://share.google/07CYUl0JgmhldqCLT

▪মাদারিজুস সালিকীন বাইনা মানাযিলি "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন" খন্ডঃ২,পৃঃ৪৫৮-৪৫৯।

লেখক:ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.)[৬৯১-৭৫১ হিঃ]
মাযহাবঃ আহালে হাদিস

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أموراً عجيبة . وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفراً ضخماً.

أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة، وأن جيوش المسلمين تكر، وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وأن كلب الجيش وحدته في الأموال : وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة .

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين. وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً . فيقال له : قل إن شاء الله . فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. وسمعته يقول ذلك : قال : فلما أكثروا علي . قلت : لا

تكثروا . كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة. وأن النصر الجيوش الإسلام قال: وأطعمت بعض الأمراء

والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو.

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر وقلت له يوماً : لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح . فقال : لا تصبرون معي على ذلك جمعة، أو قال : شهراً.

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه، ولم ينطق به لساني . وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل. ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها .

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم .

"আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)-এর অন্তর্দৃষ্টির এমন কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। আর তাঁর যেসব অন্তর্দৃষ্টির ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারিনি, সেগুলো ছিল আরও অনেক বেশি বিস্ময়কর। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন হবে।

৬৯৯ হিজরিতে তাতারদের শামে প্রবেশের আগেই তিনি তাঁর সঙ্গীদের জানিয়েছিলেন যে, তাতাররা শামে প্রবেশ করবে; মুসলিম বাহিনী পিছু হটবে; দামেস্কে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বা ব্যাপক বন্দিত্ব ঘটবে না; আর তাতার বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য ও লোভ থাকবে সম্পদের প্রতি। এটি ছিল তাতাররা অভিযান শুরু করার চিন্তা করারও আগে।

এরপর ৭০২ হিজরিতে তাতাররা যখন অগ্রসর হয়ে শামের দিকে রওনা হলো, তখন তিনি জনগণ ও আমিরদের জানালেন যে, পরাজয় ও বিপর্যয় তাতারদের ওপরই আসবে এবং বিজয় ও সাফল্য মুসলমানদের হবে।

এ বিষয়ে তিনি সত্তরেরও বেশি বার শপথ করেছিলেন। তাঁকে বলা হতো, 'আপনি বলুন–ইনশাআল্লাহ।'

তিনি বলতেন, 'ইনশাআল্লাহ–নিশ্চয়তা প্রকাশের জন্য, কোনো শর্তসাপেক্ষ বক্তব্য হিসেবে নয়।'

আমি তাঁকে এ কথাই বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

‘তারা যখন এ বিষয়ে আমার কাছে বারবার বলতে লাগল, তখন আমি বললাম, “আর বেশি বলো না।” আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে, এই অভিযানে তারা পরাজিত হবে এবং ইসলামের বাহিনী বিজয় লাভ করবে।’

তিনি আরও বলেন:

‘শত্রুর মোকাবিলায় বের হওয়ার আগেই আমি কিছু আমির ও সৈন্যকে বিজয়ের আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলাম।’

এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর বিশেষ ও নির্দিষ্ট অন্তর্দৃষ্টির ঘটনাগুলো ছিল বৃষ্টির মতো [অগণিত]।

একদিন আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনি যদি আমাদের সঙ্গেও এভাবে আচরণ করতেন, তাহলে তা আমাদের সঠিক পথে চলা ও সংশোধনের জন্য আরও বেশি সহায়ক হতো।’

তিনি বললেন, ‘তোমরা এর ওপর এক সপ্তাহও–অথবা তিনি বলেছেন, এক মাসও–আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না।’

তিনি একাধিকবার আমাকে এমন কিছু অন্তর্গত ও ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন, যেগুলো আমি মনে মনে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার জিহ্বা সেগুলো উচ্চারণ করেনি।

তিনি আমাকে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন কিছু বড় বড় ঘটনার কথাও জানিয়েছেন; তবে সেগুলোর সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি। এর মধ্যে কিছু ঘটনা আমি পরবর্তীতে ঘটতে দেখেছি, আর বাকি ঘটনাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছি।

আর তাঁর বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা এ ধরনের যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা আমি যতটুকু প্রত্যক্ষ করেছি তার বহুগুণ, বহুগুণ বেশি।

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।”

PDF লিংকঃ

https://share.google/DEBoFePrfko4Z6pDt